সংবাদ

26 JAN 2017
পৃ-১-৬ ৬

পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িক চিন্তার প্রতিফলন রোধে শিক্ষা আন্দোলনের ডাক সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িক চিন্তার প্রতিফলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পরিপন্থী পরিবর্তন প্রতিরোধে স্যারাদেশে বৃহত্তর শিক্ষা আন্দোলনের ডাক দিয়ে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের নেতারা বলেছেন, শিক্ষার মান এখন এমনিতেই সর্বকালের নিচে নেমে গেছে। এর মধ্যে পাঠ্যসূচিতে সাম্প্রদায়িক চেতনা সংযুক্ত করা হয়েছে। অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে বিনষ্ট করার শতভাগ চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের এই পরিবর্তনের মাধ্যমে সরকার হেফাজতে ইসলামের কাছে শুধু নতজানু হয়নি, আত্মাহুতি দেয়া হয়েছে।

গতকাল সকালে রাজধানীর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িকীকরণের প্রতিবাদে এক গোলটেবিল আলোচনায় শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিরা এ মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট। এতে 'পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-পরিপন্থী পরিবর্তন প্রতিরোধ-আশু করণীয়' শীর্ষক একটি ধারণাপত্র পাঠ করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি জোটের : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৬

জোটের : সাংস্কৃতিক

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

মফিদুল হক। বৈঠকে জানানো হয়, শিল্পী-কুশলীদের পাশাপাশি পেশাজীবী সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, সামাজিক ও শিক্ষাভিত্তিক সংগঠনগুলোকে নিয়ে শীঘ্রই দেশব্যাপী এই আন্দোলন শুরু করা হবে।

সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক কামাল লোহানী শিক্ষাবিদ ও পেশাজীবীদের সমন্বয়ে বৃহত্তর শিক্ষা আন্দোলনের ডাক দিয়ে বলেছেন, 'স্বাধীনতার ৪৫ বছর পেরিয়ে গেছে। চিন্তার পরিবর্তনগুলো কেমন করে আসল তা এখন আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে। সর্বজনীন একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের দাবি আরও জোরালো করতে হবে।'

তিনি বলেন, 'টাকার বিনিময়ে পাঠ্যবইয়ে যারা নাম লিখেন, কিন্তু ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করেন না, তাদের ধিক্কার জানাই।'

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছের সভাপতিত্বে এই গোলটেবিল বৈঠকে নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার বলেন, 'থলের বেড়াল তো হেফাজত নিজেই বের করে ফেলেছে। প্রেস কনফারেন্স করে সরকারকে যখন ধন্যবাদ দিল, তখনই বুঝতে আর বাকি থাকল না। শিক্ষামন্ত্রী সুস্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা না দিলে দায়িত্ব নিয়ে তিনি পদত্যাগ করুন। দৃষ্টান্তস্থাপন করুন। কারণ আমরা তাকে প্রগতিশীল মানুষ হিসেবেই জানি।'